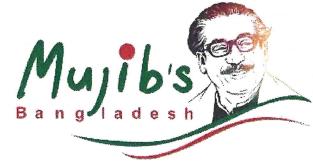




বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল
টরন্টো, কানাডা



প্রেস বিজ্ঞপ্তি

০৮ আগস্ট ২০২২, টরন্টো

বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল টরন্টোতে যথাযোগ্য মর্যাদায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য সহধর্মীণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২তম জন্ম বার্ষিকী পালন করা হয়। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ কনসুলেট প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান সূচিতে ছিল মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বানী পাঠ, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, তথ্যচিত্র ও বক্তব্য উপস্থাপন এবং বিশেষ মোনাজাত।

উপস্থিত বক্তাগণ তাদের আলোচনায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য, সাহস ও কর্মের উপর আলোকপাত করেন। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে সেই কঠিন দিনগুলোতে দেশ ও জাতি গঠনে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা শুন্দিনে স্মরণ করেন।

কনসাল জেনারেল জনাব মোঃ লুৎফর রহমান তাঁর বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতার সূত্রির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের কালরাত্রিতে নির্মমভাবে নিহত বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি বলেন, একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে বঙ্গমাতা যেমন দেশ ও জাতি গঠনে অসামান্য অবদান রেখেছেন তেমনি মুক্তিযুদ্ধকালে গৃহবন্দী অবস্থায় সীমাহীন ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন। অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র ও নিরহংকারী বঙ্গমাতা ক্ষমতার শিখরে থেকেও অমায়িক ও আন্তরিক ব্যবহারে সবাইকে আপন করে নিয়েছিলেন। ১৫ই আগস্টের কালরাত্রিতে স্বাধীনতা বিরোধীরা বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁকেও নির্মমভাবে হত্যা করে। কিন্তু তাঁর আদর্শ ও দিকনির্দেশনা যুগে যুগে বাঙালি নারীদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে আছে এবং ভবিষ্যতেও অনুপ্রেরনার উৎস হয়ে থাকবে।

সবশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টে নিহত সকল শহিদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাত করা হয়।



